সিলসিলা ছহীহা

২য় খণ্ড

(১৩১২-২৫০৬)

মাকতাবাতুস সালাফ

উপদেষ্টামণ্ডলী

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ।

আব্দুল খালেক সালাফী

- সাবেক প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- সিনিয়র মুহাদ্দিছ, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

মুহাঃ মোস্তফা মাদানী

- ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া পবা, রাজশাহী।

আব্দুস সামাদ সালাফী

- আমীর- বাংলাদেশ আহলে হাদীছ জামা'আত। সাবেক সৌদী মাবঊছ- ধর্ম মন্ত্রণালয়, সৌদী আরব।
- প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল- আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

- সিনিয়র মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া পবা, রাজশাহী।
- প্রাক্তন সিনিয়র মুহাদ্দিছ, জামিয়া সালাফিয়া, বানারস, ভারত।

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মোহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

- সিনিয়র মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া পবা, রাজশাহী।
- প্রাক্তন সিনিয়র মুহাদ্দিছ, জামিয়া সালাফিয়া, বানারস, ভারত।

আব্দুল কাদের বিন রইসউদ্দীন

- মুহাদ্দিছ, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

সাইদুর রহমান

- শিক্ষক, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া পবা, রাজশাহী।

আব্দুল বারী বিন সোলায়মান

- মুহাদ্দিছ, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

মুরসালীন ইসলাম

মুহাদ্দিছ, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

তরিকুল ইসলাম

- গবেষক, আল-ইতিছাম গবেষণা বিভাগ

মো: নাসিরুদ্দীন

- শিক্ষক, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া পবা, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা: আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

ব্যবস্থাপনায়: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক ও বাকী বিল্লাহ ইউসুফ

প্রকাশকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। যার দয়া ও রহমতের বদৌলতে সিলসিলা ছহীহার ২য় খণ্ড প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আমরা প্রথম খন্ড প্রকাশের পর পাঠক সমাজের নিকট থেকে অতি দ্রুত বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের আবদার পাচ্ছিলাম। পাঠকগণের এই আগ্রহকে আমরা স্বাগতম জানাই। তাদের আগ্রহই মূলত আমাদের কাজের প্রেরণা।

শিরক ও বিদাতের অন্ধকার থেকে সমাজকে বাচাতে বিশুদ্ধ হাদীছ চর্চার বিকল্প কিছুই নাই। আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকের জীবন গড়ি এই দাবী তখনই ফলপ্রসু হবে যখন মানুষের কাছে ছহীহ হাদীছ অনেক সহজলভ্য হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই নাসিরুদ্দিন আলবানী রহ: তার এই যুগশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি লিখেছেন। বলা চলে ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃর্তি সিলসিলা ছহীহা। এই বইয়ে তিনি প্রত্যেকটি হাদীছের বিভিন্ন সনদ উল্লেখপূর্বক তার বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মুহাদ্দিছীনে কেরামের মানহাজের আলোকে হাদীছের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এর মাধ্যমে তাহকীকের ক্ষেত্রে তার সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইসাথে বিভিন্ন স্থানে তিনি হাদীছ থেকে নিঃসৃত মণি-মুক্তাতুল্য মাসআলা ও ফায়েদার কথা উল্লেখ করেছেন। যা তার ফিক্বহী দক্ষতার জাজ্বল্য প্রমাণ।

আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের নিকট হাদীছে নববীর সেই মণি-মুক্তা উন্মুক্ত করতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা ইমাম আলবানীর সুযোগ্য ছাত্র শায়খ মাশহূর আলে সালমান কর্তৃক সংক্ষিপ্তকৃত নুসখা থেকে ভাষান্তর করেছি। আশা করছি, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ হাদীছের এই ভাণ্ডার অবশ্যই প্রতিটি তৃষ্ণার্ত মুমিন হৃদয়ের ইলমী পিপাসা মিটাবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি, হাদীছে নববীর এই মহান খেদমতে গবেষণা, সম্পাদনা, নিরীক্ষণ, মুদ্রণ, পরামর্শদানসহ যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং এই মহান গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

মুশরিফ- মাকতাবাতুস সালাফ

অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সর্বাগ্রে লাখো-কোটি শুকরিয়া নিবেদন করছি মহান আল্লাহর সমীপে। যার অশেষ রহমত ও করুণায় বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খুল হাদীছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর অন্যতম সেরা কৃর্তি ছহীহ হাদীছ সিরিজের অনন্য সংকলন **'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা'**র সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ২য় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার তাওফীক দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। তার আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে মন্তব্যই যথেষ্ট মনে হয় যথেষ্ট হবে। তিনি বলেছেন, 'আধুনিককালে আসমানের নিচে আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর মতো কোনো হাদীছ বিশারদ আমি দেখিনি'। তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হাদীছে তো বলা হয়েছে- 'নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের মাঝে প্রতি এক শত বছরের মাথায় এমন কাউকে প্রেরণ করেন, যে দ্বীনকে সংস্কার করে' তো এই যুগের সেই সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) কে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার ধারণায় শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীই এই যুগের মুজাদ্দিদ। আল্লাহই ভালো জানেন' *(আল মু'জামুল জামে' ফী তারাজিমিল মু'আছিরীন, ৩২১ পৃষ্ঠা)*।

এমন এক বিদগ্ধ পণ্ডিতের মণি-মুক্তাতুল্য সুবিশাল গ্রন্থ **'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা ওয়া শাইয়ূন মিন ফিক্বহিহা ওয়া ফাওয়ায়িদিহা'**। এই গ্রন্থটি মূলত مجلة التمدن الإسلامي (আত-তামাদ্দুন আল ইসলামী) পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখনীর সমষ্টি। মুসলিম উম্মাহকে যঈফ (দুর্বল) হাদীছ থেকে সতর্ক করার জন্য **'আল আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাছ ছায়্যিই ফিল উম্মাহ'** প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। যঈফ হাদীছের পাশাপাশি মানুষকে ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে অবগত করার জন্য 'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা ওয়া শাইয়ূন মিন ফিক্বহিহা ওয়া ফাওয়ায়িদিহা' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তারই সামগ্রিক রূপ আজকের এই সিলসিলা ছহীহা (সিলসিলা ছহীহা, প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা, ১/২৯)।

এতে তিনি মুহাদ্দিছীনে কেরামের নীতি অনুসরণ করে মুছত্বলাহুল হাদীছের মানদণ্ডে হাদীছের সনদ, তুরুক, শাওয়াহেদ, মুতাবা'আত উল্লেখ করেছেন। সেইসাথে রাবীদের সম্পর্কে প্রয়োজনমতো কখনো সংক্ষেপে কখনো বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। কখনো আলোচনা এক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। কখনো তা ২৫ পৃষ্ঠাও অতিক্রম করেছে।

মূল সিলসিলা ছহীহা ৭ খণ্ডে ১১ ভলিয়মে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডে পাঁচশতটি হাদীছ হিসাবে প্রথম ৬ খণ্ডে ৩০০০টি হাদীছ এবং সপ্তম খণ্ডে ৩ ভলিয়মে ১০৩৫টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। মোট তাহকীককৃত

হাদীছের সংখ্যা ৪০৩৫টি। জীবদ্দশায় ৬টি খণ্ড অর্থাৎ তিন হাজার হাদীছ পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পর ৭ম খণ্ড রিয়াদের মাকতাবাতুল মা'আরেফ থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি যেহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ, তাই স্বাভাবিকভাবেই হাদীছগুলো অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যস্ত ছিল না। পরবর্তীতে তার সুযোগ্য ছাত্র বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক শায়খ আবূ উবায়দা মাশহুর ইবনু হাসান আলে সালমান রহিমাহুল্লাহ তাহকীক ও তাখরীজ বাদ দিয়ে শুধু মূল হাদীছগুলোকে ফিক্বহী ধারায় বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করেন। এতে একজন পাঠক একই বিষয়ের উপর বিরল ও দুর্লভ হাদীছগুলো একসাথে পেয়ে যায়। ফলে গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক, গবেষক, পুস্তিকা সংকলক, খত্বীব-ওয়ায়েযসহ সকলের জন্য উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

আমাদের এই অনুবাদটি যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য; তাই অনুবাদ পাঠকবান্ধব করার উদ্দেশ্যে কিছুটা ভাবানুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাদীছ যেহেতু অহী, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যবানে বর্ণিত হয়েছে; তাই আমরা মূলের উপর থাকার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটিকে আমরা নির্ভুল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই আমাদের ভুল হতেই পারে। সুধী পাঠকের দৃষ্টিতে যেকোনো ভুল ধরা পড়লে তা আমাদের অবহিত করার অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি- তিনি যেন এই খেদমতকে কবুল করে নেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করেন। সেই সাথে এই খেদমতকে আমাদের নিজেদের ও পিতা-মাতাসহ সকল প্রিয়জনদের নাজাতের অসীলা হিসাবে কবুল করে নেন। আমীন!

বিষয়সূচি

ক্রমিক الرقم	বিষয়বস্তু الموضوعات	পৃষ্ঠা الصفحة
	তওবা, উপদেশমালা ও হৃদয় গলানো বাণীসমূহ اَلتَّوْبَةُ وَالْمَوَاعِظُ وَالرَّقَائِقُ	০৯
	জান্নাত ও জাহান্নাম اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ	৪৯
	হজ্জ ও উমরা اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ	৯৩
	দণ্ডবিধি, লেনদেন ও অন্যান্য বিধি-বিধান اَلْحُدُوْدُ وَالْمُعَامَلَاتُ وَالْأَحْكَامُ	১১১
	খেলাফত, বায়আত, আনুগত্য ও ইমারত اَلْخِلَافَةُ وَالْبَيْعَةُ وَالطَّاعَةُ وَالْإِمَارَةُ	১৫৭
	যাকাত, দানশীলতা ও দান-ছাদাকা اَلزَّكَاةُ وَالسَّخَاءُ وَالصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ	১৯৫
	বিবাহ ও স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ; সন্তান লালন-পালন, তাদের মাঝে ইনছাফ করা ও তাদের সুন্দর নামা রাখা اَلزَّوَاجُ وَالْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ وَالْعَدْلُ بَيْنَهُمْ وَتَحْسِيْنُ أَسْمَائِهِمْ	২২৯
	সফর, জিহাদ, অভিযান ও প্রাণীদের প্রতি দয়া اَلسَّفَرُ وَالْجِهَادُ وَالْغَزْوُ وَالرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ	২৭৯
	নবী চরিত ও তাঁর শারীরিক গঠন اَلسِّيْرَةُ النَّبَوِيَّةُ وَفِيْهَا الشَّمَائِلُ	৩৪৩
১০	ছিয়াম ও ক্বিয়াম اَلصِّيَامُ وَالْقِيَامُ	৩৭৩
১	চিকিৎসা ও রোগীদর্শন اَلطِّبُّ وَالْعِيَادَةُ	৩৯৭
২	জ্ঞান, সুন্নাত ও হাদীছের বিবরণ اَلعِلْمُ وَالسُّنَّةُ وَالْحَدِيْثُ النَّبَوِيُّ	৪৩৯

عَمَلُنَا فِي التَّرْجَمَةِ
অনুবাদে আমরা যা করেছি

- প্রত্যেক হাদীছের শুরুতে যে নম্বরটি দেওয়া আছে, তা তাজরীদকৃত কপির ধারাবাহিক নম্বর।
- মূল সিলসিলার ক্রমিক নম্বরটি আরবীর ইবারতের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। বাংলায় অনুবাদের সময় সেই নম্বরটি তাজরীদকৃত কপির ধারাবাহিক নম্বরের পাশে অবলিক চিহ্ন (/) দিয়ে লিখা হয়েছে।
- সম্মানিত তাজরীদকারক যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সনদের বিশদ আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু মতন তথা মূল ভাষ্যকে একত্রিত করেছেন, সে উদ্দেশ্যেই আমরা তাহকীক-তাখরীজের আলোচনা এড়িয়ে গিয়েছি। যেন পাঠক সহজেই মূল হাদীছগুলো থেকে ফায়েদা হাছিল করতে পারে।
- তাখরীজের ক্ষেত্রে ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ যে সকল গ্রন্থের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন, তার মধ্য থেকে ২/৩ টি কিতাবের রেফারেন্স হাদীছের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে উল্লেখ করা হয়েছে।
- উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণের লক্ষ্যে ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ নয় এমন হাদীছগুলোর তাহকীক-তাখরীজের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। একারণে হাদীছটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তা প্রতিটি হাদীছের শেষে ফুটনোটে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ফুটনোট তাজরীদকৃত কপিতে ছিল না।
- ফুটনোটের রেফারেন্স সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ছহীহ সাধারণত বুখারী ও ছহীহ মুসলিমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সুনানের চারটি গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উক্ত চার গ্রন্থে না পাওয়া গেলে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।
- পাঠকগণের সুবিধার্থে জটিল ও দুর্বোধ্য হাদীছগুলোর নিচে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে হালকা করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। যা তাদের পক্ষে হাদীছের মর্মার্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে ইনশা-আল্লাহ।

اَلتَّوْبَةُ وَالْمَوَاعِظُ وَالرَّقَائِقُ

তওবা, উপদেশমালা ও হৃদয় গলানো বাণীসমূহ

١٣١٢- قَالَ ﷺ: «أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ». رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. [**الصحيحة - ٨٣١**]

১৩১২/৮৩১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার নিকট জিবরীল এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা জীবন যাপন করুন। একদিন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন। একদিন আপনি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। যা ইচ্ছা আমল করুন। আপনি আমলের প্রতিদান পেয়ে যাবেন। জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা তার রাতে নফল ছালাত আদায় করার মধ্যে। আর তার সম্মান মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার মধ্যে।' -হাদীছটি সাহল ইবনু সা'দ, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ ও আলী ইবনু আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে (আল হাকেম, ৪/৩২৪-৩২৫; আল আওসাত্ব, হা/১/৬১/২)।[১]

١٣١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟. قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ». [**الصحيحة - ٨٤٧**]

১৩১৩/৮৪৭. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কি জানো নিঃস্ব ব্যক্তি কে? তারা বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব হল সেই ব্যক্তি, যার দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও ধন-সম্পদ নাই। তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হল সে ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে এই অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপর মিথ্যারোপ করেছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে মেরেছে। অতঃপর একে তার কিছু নেকী দেওয়া হবে, ওকে তার কিছু নেকী থেকে দেওয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে যখন তার উপর আরোপিত অভিযোগের ফায়সালা করার পূর্বেই তার নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের গুনাহের বোঝা নিয়ে তার দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (মুসলিম, ৮/১৮; তিরমিযী, ৩/২৯১-২৯২)।[২]

---

[১] বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হা/১০০৫৮; কানযুল উম্মাল, হা/২১৩৮৮।

[২] ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮১; তিরমিযী, হা/২৪১৮।

١٣١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ». [الصحيحة - ٨٥٠]

১৩১৪/৮৫০. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের আমি যতটুকুর উপর ছেড়ে দেই, তোমরা ততটুকুর উপরই থাকো। আর যখন আমি তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করি, তখন তোমরা তা আমার থেকে গ্রহণ করো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে- বেশি বেশি প্রশ্ন করার কারণে এবং নবীগণের সাথে মতানৈক্য করার কারণে' (তিরমিযী, ৩/৩৭৯; ইবনু মাজাহ, ১/৪-৫)।[৩]

١٣١٥- عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى الصَّدَقَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اِتَّقِ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ! أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَاءٌ، وَ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ». [الصحيحة - ٨٥٧]

১৩১৫/৮৫৭. ইবনু ত্বউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাদা ইবনু ছমেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ছাদাকার/যাকাতের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিলেন এবং বললেন, আবূল ওয়ালীদ! কিয়ামতের দিন হাজির হওয়াকে ভয় করো যাকাতের উট পিঠে নিয়ে- যা ঘো ঘো করে ডাকতে থাকবে, গরু নিয়ে যা হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে থাকবে ও ছাগল নিয়ে যা ভ্যা ভ্যা করে ডাকতে থাকবে' (মুসনাদে হুমায়দী, হা/৮৯৫; বায়হাকী, ৪/১৫৮)।[৪]

١٣١٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». [الصحيحة - ٨٥٨]

১৩১৬/৮৫৮. জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকাররূপ ধারণ করবে। তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তা তাদের রক্তপাত ঘটানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করে নেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে (মুসলিম, হা/৮/১৮; আহমাদ, ৩/৩২৩)।[৫]

١٣١٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: «اِجْتَنِبُوْا الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، فَسَكَتَ النَّاسُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُوْنِي عَنْهُ؟ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ». [الصحيحة - ٢٢٤٤]

---

[৩] তিরমিযী, হা/২৬৭৯; কানযুল উম্মাল, হা/৭৯৪৫।

[৪] মুসনাদে হুমায়দী, হা/৯১৯; আল কুনা ওয়াল আসমা, হা/৪৯৪।

[৫] ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৮; আল আদাবুল মুফরাদ, হা/৪৮৮।

১৩১৭/২২৪৪. সাহল ইবনু আবূ হাছমা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, 'তোমরা সাতটি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। লোকেরা এ কথা শুনে চুপ থাকলো, কেউ কোনো কিছু বলল না। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে না? সেগুলো হলো- ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. মানুষ হত্যা করা, ৩. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৪. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা. ৫. সূদ খাওয়া, ৬. সতী-সাধ্বী নারীকে যেনার অপবাদ দেওয়া, ৭. হিজরতের পর আবার বেদুইন জীবনে ফিরে যাওয়া' (ত্বারানী, আল মু'জামুল কাবীর, ৬/১২৪/৫৬৩৬; আত-তা'রীখুল কাবীর, ১/১/১০৭)।[৬]

١٣١٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اِجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيْهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمٰى». [الصحيحة – ٨٩٦]

১৩১৮/৮৯৬. নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে হালাল নামক পর্দা দাঁড় কারাও। যে ব্যক্তি এমন করবে, সে তার দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করল। আর যে ব্যক্তি হারামের আশপাশে বিচরণ করবে, সে বেড়ার পাশে পশু চরানো ব্যক্তির মতো (ইবনু হিব্বান, ২৫৫১)।[৭]

١٣١٩- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوْعًا: «اِجْعَلُوْا بَيْنَكُم وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا؛ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ». [الصحيحة – ٨٩٧]

১৩১৯/৮৯৭. ফাযালা ইবনু উবায়দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে মারফূ'সূত্রে বর্ণিত আছে, 'তোমরা তোমাদের মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে আড়াল তৈরি করো- খেজুরের আঁটির ছিলকা দান করে হলেও' (ত্বারানী, আল মু'জামুল কাবীর, ১৮/৩০৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩/১০৬)।[৮]

١٣٢٠- عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ قَالَ: أَخَذَ بِيَدَيَّ أَبُوْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ: «يَا أَبَا أُمَامَةَ! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ يَلِيْنُ لِي قَلْبُهُ». [الصحيحة – ٢٤٧٠]

১৩২০/২৪৭০. আবূ রাশেদ আল হুবরানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, আমার হাত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরে বলেছিলেন, 'হে আবূ উমামা! কিছু কিছু মুমিন আছে যার হৃদয় আমার জন্য ব্যাকুল থাকে' (আহমাদ, ৫/২৬৭)।[৯]

---

[৬] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/৩৮৮; কানযুল উম্মাল, হা/৪৩২৬।

[৭] ত্বারানী, আল মু'জামুল কাবীর, হা/২০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/১৮১১২।

[৮] ত্বারানী, আল মু'জামুল কাবীর, হা/৭৭৭; কানযুল উম্মাল, হা/১৫৯৪০।

[৯] মুসনাদে আহমাদ, হা/২২২৯৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/২২৫।

١٣٢١- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذُنُوْبَهُ حَتَّى يُوَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [الصحيحة - ١٢٢٠]

১৩২১/১২২০. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ'সূত্রে বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন কোনো বান্দার জন্য অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার গুনাহর শাস্তি দেন না, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি দিতে পারেন (তিরমিযী, ২/৬৪; ইবনু হিব্বান, হা/২৪৫৫)।[১০]

١٣٢٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ مَرْفُوْعًا: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ، فَقِيْلَ: وَمَا عَسَّلَهُ؟ قَالَ: يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ». [الصحيحة - ١١١٤]

১৩২২/১১১৪. আমর ইবনু হামিক্ব আল খুজায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ'সূত্রে বর্ণিত আছে, 'যখন আল্লাহ কোনো বান্দার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে মধু পান করান। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'মধু পান করানো'র ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেন, 'তিনি তাকে মৃত্যুর পূর্বে নেক আমল করার সুযোগ করে দেন। শেষে তার আশ-পাশের লোকজন তার উপর সন্তুষ্ট থাকে (ইবনু হিব্বান, হা/১৮২২; আহমাদ, ৫/২২৪)।[১১]

١٣٢٣- عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ جَرْوَلٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ عُمَيْرٍ، قَالَ: وَكَانَ مُؤَاخِيًا لِعَبْدِ اللهِ -يَعْنِيْ: ابْنَ مَسْعُوْدٍ- فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِيْهِ فِي مَنْزِلِهِ، فَأَتَاهُ مَرَّةً، فَلَمْ يُوَافِقْهُ فِي الْمَنْزِلِ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَهَا إِذْ أَرْسَلَتْ خَادِمَهَا فِي حَاجَةٍ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَبْطَأْتَ، لَعَنَهَا اللهُ! قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ فَجَلَسَ عَلَى الْبَابِ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُوْ عُمَيْرٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: أَلَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيْكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، وَلَكِنَّهَا أَرْسَلَتِ الْخَادِمَةَ فِي حَاجَةٍ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهَا فَلَعَنَتْهَا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: «إِذَا خَرَجَتِ اللَّعْنَةُ مِنْ فِي صَاحِبِهَا نَظَرَتْ، فَإِنْ وَجَدَتْ مَسْلَكًا فِي الَّذِيْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ، وَإِلَّا عَادَتْ إِلَى الَّذِيْ خَرَجَتْ مِنْهُ». وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَكُوْنَ لِسَبِيْلِ اللَّعْنَةِ. [الصحيحة - ١٢٦٩]

১৩২৩/১২৬৯. আয়যার ইবনু জারওয়াল আল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে একজন ছিল যার নাম ছিল আবূ উমায়ের। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ তথা ইবনু মাসঊদের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক ছিল। আব্দুল্লাহ তার বাড়িতে তার নিকট আসতো। একদা তিনি তার কাছে আসলেন। তাকে তিনি বাড়িতে পেলেন না। অতঃপর তার স্ত্রীর কাছে গেলেন। তিনি তার ছিলেন, এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তার খাদেমকে কোনো প্রয়োজনে পাঠাল। সে আসতে দেরি করল। তখন সে বলল, তুমি দেরি করেছ, তোমার উপর আল্লাহর লা'নত! তখন আব্দুল্লাহ

[১০] তিরমিযী, হা/২৩৯৬; মিশকাত, হা/১৫৬৫।

[১১] মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা, হা/৮৬২; মুসনাদে বাযযার, হা/২৩০৯।